YUNUSCO T&A (BD) LIMITED, UNIT-2

শিশু শ্রম প্রতিরোধ ও উপশম নীতিমালা
Child Labor Prevention & Remediation Policy

সংজ্ঞা ঃ বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এর ২(৮) নং ধারায় চৌদ্দ বছর পূর্ন করেছে কিন্ত আঠারো বছর হয় নাই এমন কোন ব্যক্তি “কিশোর” এবং ২(৬৩) ধারায় চৌদ্দ বছর বয়স পূর্ণ করে নাই এমন কোন ব্যক্তি শিশু হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। তাছাড়া ২০ জুন ২০১৩ ইং তারিখে প্রকাশিত শিশু আইন ২০১৩ অনুয়ায়ী বিদ্যমান অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, অনুর্ধ্ব ১৮(আঠারো) বছর বয়স পর্যন্ত সকল ব্যক্তি শিশু হিসেবে গণ্য হবে।

১.**অঙ্গীকার (Commitment)** ইউনুসকো টিএন্ডএ (বিডি) লিমিটেড (ইউনিট-২) এর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ শিশু শ্রম প্রতিরোধ এবং উপশম নীতিমালা বাস্তবায়নে অঙ্গীকারবদ্ধ ।

১.২ **আইনের বিধান (Provision of law)** বাংলাদশ শ্রম আইন ২০০৬, বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা২০১৫, জাতীয় শিশু শ্রম নীতিমালা-২০১০ এবং শিশু আইন ২০১৩ অনুসরণ করা হয়।

১.৩ **উদ্দেশ্য (Purpose)** অত্র কোম্পানীতে শিশু শ্রমিক নিয়োগ সম্পূর্নরুপে নিষিদ্ধ। শিশুশ্রম মুক্ত কর্ম পরিবেশ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যই এ নীতিমালা প্রনীত।

১.৪ **লক্ষ্য (Vision of the policy)** অত্র কারখানায় কর্মরত সকলকে শিশু শ্রমিক নিয়োগ এর বিষয়ে নিরুসাহিত করা এবং শিশু শ্রমের বিরুদ্ধে কঠিন মনোভাবে পোষন করে কারখানাকে শিশুশ্রম মুক্ত রাখাই এই নীতিমালার লক্ষ্য।

১.৫ **শিশু শ্রম নিরসন নীতি (Child labor Remediation policy)** ঃ আজকের শিশু আগামী দিনের জাতির ভবিষ্যত। এ কথা বিবেচনায় এনে ইউনুসকো টিএন্ডএ (বিডি) লিঃ কর্তপক্ষ সর্বদা শিশু শ্রমকে নিরুৎসাহিত করে থাকে। শিশুকে শ্রমে নিয়োজিত করলে সে তার মৌলিক অধিকার শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হবে, যা তার ভবিষ্যত জীবন বিকশিত হওয়ার পথে আন্তরায় এবং দেশ ও জাতির জন্য কল্যানকর নয়। তাই শিশুর ভবিষ্যত ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে অত্র কারখানার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ শিশু শ্রম নিরসনে বা প্রতিরোধে সর্বদা সক্রিয় ও আন্তরিক ।

০২. Organization chart with their defined role & responsibilities:

ইউনুসকো টিএন্ডএ (বিডি) লিমিটেড, ইউনিট-২, কর্তৃপক্ষ শিশু শ্রমের সম্পূর্ন বিরোধী। তারপরেও যদি কারখানার অভ্যন্তরে শিশু শ্রম কার্যক্রম পারিচালিত হয় তাহলে শিশু শ্রম বিষয়ক শ্রম আইনের যাবতীয় বিধান অনুসরন করা হবে। সেই লক্ষ্যে অত্র কোম্পানীর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ একটি শিশু শ্রমিক নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। এই নীতিমালা প্রয়োগ ও বাস্তবায়নে একটি কমিটি গঠন করেছেন, যা নিম্নরুপ ঃ

সভাপতি ঃ পরিচালক- কারখানার শিশু শ্রমিক নীতিমালা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোন সমস্যা বা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্ঠি হচ্ছে কিনা বা নীতিমালা অনুসারে কার্যক্রম পরিচালত হচ্ছে কিনা, সে ব্যাপারে নজরদারি করবেন। এই নীতিমালার প্রয়োগ ও বাস্তবায়নে সার্বিক নির্দেশনা প্রদান করবেন।

সহ- সভাপতিঃ এজিএম (এইচ আর এন্ড কমপ্লায়েন্স)- সভাপতির ন্যায় সহ-সভাপতিও শিশু শ্রমিক নীতিমালা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোন সমস্যা বা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্ঠি হচ্ছে কিনা বা নীতিমালা অসুসারে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে কিনা, সে ব্যাপারে নজরদারি করবেন। এই নীতিমালার প্রয়োগ ও বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ সিঃ এক্সিকিউটিভ/ এক্সিকিউটিভ (এইচ আর এ্যান্ড কমপ্লায়েন্স) - কারখানায় শিশু শ্রমিক নীতিমালা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোন সমস্যা বা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হলে সে ক্ষেত্রে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

সদস্য (সেকশন প্রধান)- কারখানার কোথাও যেন শিশু শ্রমিক নীতিমালা বর্হিভুত কাজ না হয়, সে ব্যাপারে মোটিভেশন অব্যাহত রাখবেন ।

০৩. নীতিমালা প্রয়োগ ও মুল্যায়ন পদ্ধতি / প্রক্রিয়া (Routines or Procedures)ঃ

ইউনুসকো টিএন্ডএ (বিডি) লিমিটেড, ইউনিট-২ এ বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এর ধারা ২(৩৬) মোতাবেক ১৮ বছর বয়সের নিচে কোন শ্রমিক নিয়োগ প্রদান করা হয় না । অত্র প্রতিষ্ঠানে অপ্রাপ্ত বয়স্ক ও শিশু শ্রমিক নিয়োগ করা সম্পূর্নরুপে নিষেধ । অপ্রাপ্ত ও শিশু শ্রমিক সনাক্ত করার জন্য প্রার্থীর ভোটার আই ডি কার্ড, জন্ম নিবন্ধন সনদ ও শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ যাচাই করা হয় । তারপরেও যদি অসাবধানতা বা অসতর্কতাবশত কারখানার অভ্যন্তরে শিশু শ্রমিক নিয়োগ প্রাপ্ত হয় তাহলে বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এর ধারা ৩৪ থেকে ৪৪, বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫, জাতীয় শিশু শ্রম নীতিমালা-২০১০ এবং শিশু আইন ২০১৩ অনুসরন করে কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে ।

অত্র প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কারখানার অভ্যন্তরে এই নীতিমালা বাস্তবায়নে নিন্মলিখিত ধাপগুলি অনুসরন করবে ।

শিশুকে বিপজ্জনক ও ঝুঁকিপুর্ণ কোন কাজে নিয়োগ করা যাবে না, যা তার শারীরিক ও মানসিক বিকাশের অন্তরায় । যেমন, দাঁড়িয়ে কাজ করা, অতিরিক্ত উত্তাপ, অতিরিক্ত শব্দ, ঘূর্নায়মান যন্ত্রপাতি, কেমিক্যাল ব্যবহার ইত্যাদির ক্ষেত্রে শিশুদের কাজে নিয়োজিত করা যাবে না ।

শিশুদেরকে কাজে নিয়োগের পুর্বে শিশু এবং শিশুর অভিভাবকের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে কাজের সুস্পষ্ঠ শর্ত তৈরী করতে হবে । বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এর ধারা ৪৪ অনুসারে শিশুকে হালকা কাজে নিয়োজিত করতে হবে । যা তার স্বাস্থ্য ও উন্নতির জন্য বিপদজনক নয় এবং তার শিক্ষা গ্রহনকে বিঘ্ন না করে । শিশু যদি বিদ্যালয়গামী হয় তাহলে কর্ম সময় এমনভাবে নির্ধারন করতে হবে যেন তার বিদ্যালয় গমনকে বিঘ্নিত না করে

কোন প্রতিবন্ধী শ্রমিককে বিপজ্জনক যন্ত্রপাতির কাজে অথবা ঝুকিঁপূর্ন কাজে নিয়োগ করা যাবে না ।

কর্মস্থলের পরিবেশ অবশ্যই শিশুর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের অনুকুল হতে হবে । কর্মস্থল কখনোই এমন হবে না, যা শিশুকে অসামাজিক কাজে লিপ্ত হতে বাধ্য করে অথবা উৎসাহিত করে । আমর্যাদাকর বা মানহানিকর কোন কাজে শিশুকে নিয়োগ বা লিপ্ত করা যাবে না ।

যেহেতু শিক্ষা ও বিনোদন শিশুর মৌলিক আধিকার, সেহেতু কর্মঘন্টার অর্থাৎ দৈনিক পাঁচ ঘন্টার পর একটি নির্দ্দিষ্ঠ সময় (একঘন্টা) বিরতি দিয়ে যথাযথ শিক্ষা/ বিনোদনের সুযোগ ও সুব্যবস্থা রাখতে হবে । শিশুরা যে কাজেই নিযুক্ত থাকুক না কেন, কর্মঘন্টা অতিক্রান্ত হওয়ার পর উক্ত শিশুর যথাযথ শিক্ষা ও বিনোদনের জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ ও ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে । কাজের পাশাপাশি শিশুকে পড়াশুনার সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে হবে ।

শিশু অধিকার সপ্তাহ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শিশু দিবস এবং আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস ইত্যাদির ক্ষেত্রে শিশুদের স্বতঃস্ফুর্ত অংশগ্রহনের সুযোগ সৃষ্ঠি করে দিতে পারে ।

কর্মকালীণ সময়ে শিশু কোন দুর্ঘটনায় পতিত হলে অথবা অসুস্থ হলে যথোপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে এবং অসুস্থতার সময় শিশুদের পরিবারের সাথে নিয়মিত সাক্ষাতের বিশেষ ব্যবস্থা করে দিতে হবে ।

কর্মে নিয়েজিত শিশুদের প্রতি মাসে কমপক্ষে একবার পিতা-মাতা বা আন্তীয় স্বজনের সাথে মিলিত হওয়ার সুযোগ দিতে হবে ।

কোন শিশু ক্রমাগত ছয় মাস কাজ করলে সাধ্যনুয়ায়ী শিশুর ভবিষ্যত আর্থিক নিরাপত্তার বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়া, যেমন-বীমা, সঞ্চয়, ইত্যাদি । শিশুরা সহজেই কারিগরি বিষয় রপ্ত করতে পারে । শ্রমে নিয়েজিত শিশুদের প্রচলিত আইনের আলোকে উন্নতর প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা, যেন আগামী দিনে তারা বিশ্বের প্রতিযোগিতামূলক বাজারে নিজেদেরকে দক্ষ মানব সম্পদ হিসাবে গড়ে তুলতে পারে । কর্মমেয়াদ শেষে এককালীন আর্থিক সুবিধা প্রদান করা । সুস্থ্য ও স্বাভাবিক শৈশবের নিশ্চয়তা সকল শিশুর জন্মগত অধিকার । শিশুর অধিকার থেকে আমাদের দেশের বহু শিশু আজও বঞ্চিত । দারিদ্র পরিবারের শিশুরা জীবিকার্জনের তাগিদে বাধ্য হয়ে ঝুঁকিপূর্ন বা নিকৃষ্ট ধরনের শ্রমে নিয়োজিত হয় যা শিশুদেরকে ঠেলে দেয় এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে । এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য অত্র কোম্পানী জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি ২০০৮ বাস্তবায়নে সম্পূর্ন একমত । যদি শিশু ও শিশুশ্রম সংক্রান্ত বিরাজমান আইন ও আইনের বিধি-বিধানগুলোর পুনবিন্যাস এবং ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা যায়, তবে আমাদের শিশুরা আগামীতে অবশ্যই আলোকিত মানুষ হিসেবে গড়ে উঠবে ।

কারখানার অভ্যন্তরে নিয়োগ কমিটির সদস্যদের শিশু শ্রম কি, কারখানার শিশু শ্রমিক নিয়োগ নিষিদ্ধ হওয়া সত্বেও কোন কারণবশত ঃ শিশু শ্রমিক নিয়োগ করা হলে কিকি বিষয়সমূহ অনুসরন করে শিশু শ্রমিক নিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনা করবে ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষনের মাধ্যমে অবহিত করতে হবে ।

৩.২ যোগাযোগ রুটিন **(Communication Routines)**:

কারখানার অভ্যন্তরে এই নীতিমালা লঙ্ঘিত কার্যক্রমের ঘটনা ঘটলে নীতিমালায় উল্লেখিত দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ ও এইচ আর এ্যান্ড কমপ্লায়েন্স বিভাগের অভ্যন্তরীন টিম সভার মাধ্যমে অভ্যন্তরীন টিমের সাথে যোগাযোগ ও তথ্য বিনিময় করবে ।

এই নীতিমালার কার্যক্রম বিঘ্নিত হলে এজিএম ও ম্যানেজার (এইচ আর এন্ড কমপ্লায়েন্স) ব্যক্তিগত মাধ্যমে মালিক / উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করবে ।

এই নীতিমালার কার্যক্রম বিঘ্নিত হলে এইচ আর এ্যান্ড কমপ্লায়েন্স বিভাগের সহকারী ম্যানেজার, সিনিয়র এক্সিকিউটিভ, বিভিন্ন প্রকার মোটিভেশনাল ট্রেনিং, মিটিং ও সাউন্ড সিস্টেম এর মাধ্যমে ফ্লোর ব্যবস্থাপনার সাথে যোগাযোগ করবে ।

কর্মকালীন সময়ে ওয়েলফেয়ার অফিসার, সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ও এক্সিকিউটিভ-এইচ আর এন্ড কমপ্লায়েন্স সম্মিলিতভাবে বিভিন্ন প্রকার মোটিভেশন ট্রেনিং, মিটিং ও সাউন্ড সিস্টেম এর মাধ্যমে কর্মরত শ্রমিকদের সাথে যোগাযোগ করবেন ।

নিয়োগ প্রাপ্তির পরে (ছুটির দিন ব্যতীত) এক দিন ওয়েলফেয়ার অফিসার, সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ও এক্সিকিউটিভ -এইচ আর এ্যান্ড কমপ্লায়েন্স ইনডাকশন ট্রেনিং এর মাধ্যমে নতুন শ্রমিকদের সাথে যোগাযোগ করবে ।

৩.৩ ফিডব্যাক ও কন্ট্রোল রুটিন   (**Feedback & Control**) ঃ

ইন্টারনাল অডিট টিম
০১. শ্রমিকদের সাক্ষাৎকার গ্রহনের মাধ্যমে ।
০২. ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে ।
০৩. নথিপত্র যাচাইয়ের মাধ্যমে ।
০৪. চাক্ষুস পরিদর্শনের মাধ্যমে অভ্যন্তরীন অডিট পরিচালনা করবে ।

এই নীতিমালা পরিপন্থি কার্যক্রম পরিচালিত হলে ইন্টারনাল অডিট টিম, কোম্পানীর মনোনীত কোন প্রতিনিধি কারখানার অভ্যন্তরে এই নীতিমালা পরিপন্থি কার্যক্রম অবলোকন করলে ইস্যুর ভিত্তিতে প্রতিবেদন প্রস্তত এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে তদন্ত করে প্রতিবেদন তৈরী করতে হবে । উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে এই নীতিমালা অবহিতকরণ ও সচেতনতামূলক সভা করতে হবে । নীতিমালা পরিপন্থি কার্যক্রমের মূল কারণ উৎঘাটন করতে হবে । কি কারনে সমস্যা হচ্ছে তা নির্নয় করতে হবে । নীতিমালা পরিপন্থি কার্যক্রম যাতে পরিচালিত না হয়,সেজন্য কার্যকরীপদক্ষেপ গ্রহণ কতে হবে ।

নীতিমালা পরিপন্থি কোন ঘটনা ঘটলে কমিটির সদস্যবৃন্দ কারখানার অভ্যন্তরে নীতিমালা লঙ্ঘিত কমৃকান্ডের কারণ গুলি উৎঘাটন করতে হবে । উক্ত নীতিমালা পরিপন্থি কর্মকান্ড বন্ধের বিষয়ে যে সকল প্রতিরোধক মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে তা নির্ধারন করতে হবে । সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে । এক কথায় যখন যা করা প্রয়োজন তখন তা করার মাধ্যমে কারখানার অভ্যন্তরে এই নীতিমালা অন্তরায় কর্মকান্ড বন্ধ করতে হবে ।

প্রয়োজনের উপর ভিত্তি করে কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক এই নীতিমালা প্রনয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যদি কোন সমস্যা পরিলক্ষিত হয় এবং কারখানার এই নীতিমালা সুনিশ্চিত করতে কোন পদ্ধতির পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন, বিয়োজনের প্রযোজন হয়, তাহলে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে তাতে পরিবর্তন আনতে পারবে ।

০৪. ইমপ্লিমেনটেশন ও কম্যুনিকেশন(Implementation &Communication) ৩.১ ও ৩.২ অনুচ্ছেদ আলোচ্য বিষয়ের মাধ্যমে ইনুসকো টি এন্ড এ (বিডি) লিমিটেড, ইউনিট -২ ইমপ্লিমেনটেশন ও কম্যুনিকেশন নিশ্চিত করে থাকে ।

০৫. ফিডব্যাক ও কন্ট্রোল (Feedback & Control) ৩.৩ অনুচ্ছেদে আলোচ্য বিষযে মাধ্যমে ইউনুসকো টি এন্ড এ (বিডি) লিমিটেড, ইউনিট-২ এর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ফিডব্যাক ও কন্ট্রোল নিশ্চিত করে থাকে ।